দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ২২.৩১ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে এর আলোকে বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে। এ বিপুল কর্মক্ষম মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আহরণে বাংলাদেশ বেশ সুসংহত অবস্থানে রয়েছে। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৭.৩ কোটি। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। 'Human Development Report-2023/24' অনুযায়ী ২০২২ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯ তম। মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (৭৮), মালদ্বীপ (৮৭) ও ভূটান (১২৫) বাংলাদেশের উপরে এবং ভারত (১৩৪), নেপাল (১৪৬), মায়ানমার (১৪৪), পাকিস্তান (১৬৪) এবং আফগানিস্তান (১৮২) বাংলাদেশের নীচে অবস্থান করছে। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলো:

সারণি ১২.১: মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	২০০০	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
সূচকের মান	০.৪৮৫	০.৫৫৩	০.৬০২	০.৬১২	০.৬২২	০.৬৩৫	০.৬৪৪	০.৬৫৫	০.৬৬২	০.৬৭০

উৎস: Human Development Report 2023/2024, UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

করোনা ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও

পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২২.৩১ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২৩.৮৮ শতাংশ। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। ফলশ্রুতিতে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ১,২৬,২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৫৭ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে সারণি ১২.২ ও লেখচিত্র ১২.১-এ দেখানো হলো। লক্ষণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.২: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০	৫২৯১৪	৬৫৪৪৪	৬৭৯৩৫	৭৯৪৮৮	৮৫৭৬২	৯৪৮৭৭	৯৯৯৭৮	১০৪১৩৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫	১৭৪৮৬	২০৬৫২	২৩৩৮৩	২৫৭৩৩	২৯২৪৭	৩২৭৩১	৩৬৮৬৩	৩৮০৫২
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯	১৩৪৩	১৮০৩	২০০৮	২০৬৩	২০৫৭	১৭০৯	১৯১৯	২০০৮
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২	৩০৮	২৬২	২২৭	৩১৩	৩৫০	৩৬৫	৩৫৭	৩৪৭
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩	৯৪৩৩	১১৩৯৪	১৩৩৪৩	১৫০৮৩	১৬২৮৫	১৯৬৫৮	২১৪৭৪	২৪২১৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯	৮৪০	১১৫০	১৩০৯	১১৯৪	১২৩৫	১১৮২	১৩৩৮	১২০৫
মোট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**	**৮২৩২৪**	**১০০৭০৫**	**১০৮২০৫**	**১২৩৮৭৪**	**১৩৪৯৩৬**	**১৫০৫২২**	**১৬১৯২৯**	**১৬৯৯৬৩**

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। (*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক)

লেখচিত্র ১২.১: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

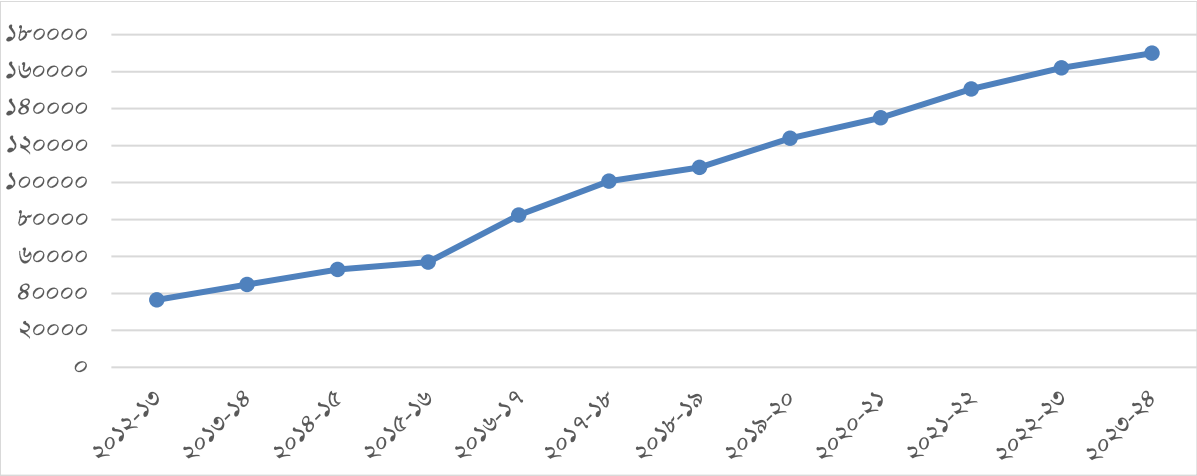

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণার্থে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩৪,৭২২.২৪ কোটি টাকা। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ৪নং লক্ষ্যমাত্রায় 'সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি'র কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার উপবৃত্তি, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪), চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রমসহ আরো কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৪,৫৩৯টি (বিভিন্ন এনজিও স্কুল, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসা/মসজিদভিত্তিক কেন্দ্র/কওমি মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। ২০২২ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি অনুসারে তা প্রায় ৪৮.৭৯:৫১.২১-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ পদ মহিলাদের নিয়োগের বিধান প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালে ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে প্রায় ৬৪.৯৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১০-২০২২ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩ এ দেওয়া হলো:

সারণি ১২.৩: প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (শতাংশ)	ছাত্রী (শতাংশ)	নীট ভর্তির হার (শতাংশ)
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯ (৪৯.১৪)	৯৬.৯৯ (৫০.৮৬)	৯৭.৯
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮ (৪৯.৬০)	৯৬.৭৫ (৫০.৪০)	৯৭.৯৬
২০১৭	১৭২.৫১	৮৫.০৮ (৪৯.৩০)	৮৭.৪৭ (৫০.৬৮)	৯৭.৯৭
২০১৮	১৭৩.৩৮	৮৫.৩৯ (৪৯.২৫)	৮৭.৯৯ (৫০.৭৫)	৯৭.৮৫
২০১৯	২০১.২২	৯৯.৬৯ (৪৯.৫৫)	১০১.৫৩ (৫০.৪৫)	৯৭.৩৪
২০২০	২১৫.৫১	১০৫.৬০ (৪৯.০০)	১০৯.৯১ (৫১.০০)	৯৭.৮১
২০২১	২০১.০১	১০১.৪২ (৫০.৪৬)	৯৯.৫৯ (৪৯.৫৩)	৯৭.৪২
২০২২*	২০৫.৪৬	১০০.২৫ (৪৮.৭৯)	১০৫.২১ (৫১.২১)	৯৭.৫৬

উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। (* প্রাক-প্রাথমিকসহ)

আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কারণে অনেক শিক্ষার্থীকেই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে দেখা যেত, তবে সরকারের নেয়া নানা বাস্তবমুখী কর্মসূচির ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্য সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ১২.৪: বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
মোট ঝরে পড়ার হার (শতাংশ)	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮	১৮.৬	১৭.৯	১৭.২	১৪.১৫	১৩.৯৫

উৎস: বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আদমশুমারি-২০২২ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে সাম্প্রতিককালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা, স্কুল সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

- প্রতি বছর বছরের প্রথম দিন বই উৎসবের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে।

- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। SLIP এর আওতায় সারাদেশের সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ভেদে বাৎসরিক ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ১.১২ কোটি শিক্ষার্থীদের মা/অভিভাবকদের নিকট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪, চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হচ্ছে।

- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৭৬,৯৪৪ জন শিক্ষককে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ এবং ১,৯৬২ জন শিক্ষককে এক বছর মেয়াদি সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা রয়েছে। এছাড়াও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দশ মাস ব্যাপী মোট ৮,৬৬৩ জন শিক্ষকের 'প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)' চলমান রয়েছে।

- বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী প্রায় ১০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৪ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। আরও ৯ লক্ষ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮,১৭,২৭৮ শিক্ষার্থীকে ২৫,৮১৫ শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে:

- গত দশ বছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১,২৭,৬২৯টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

- পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৫০,০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১০,৫০০টি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৫,৩৭৪টি বিদ্যালয়ে ২১,৭৬২টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে ২৯,০০০টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হবে এবং ১৫,০০০টি বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এর মধ্যে ২৩,১৭২টি ওয়াশব্লক নির্মাণ এবং ১৩,৪৯৯টি নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

- চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় মোট ৩৭,৫০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হবে, তন্মধ্যে ৬,৫৯৬টি বিদ্যালয়ে ২৯,০৩৫টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ৪,০৩৩টি ওয়াশব্লক এবং ৬,৫৪৯টি নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় মোট ২৫,০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হবে, তন্মধ্যে ৫,১৭৫টি বিদ্যালয়ে ২৩,৭৭৯টি কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

- ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দন প্রকল্পের আওতায় ৩৫৬টি বিদ্যালয় উন্নয়ন করা হবে, এর মধ্যে ১৫৬টি বিদ্যালয়ের মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে এবং ৪৪টি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

সরকার টেকসই ও মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। মাধ্যমিক শিক্ষার হার ও জেন্ডার সমতায় অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার লক্ষ্যে সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ছাত্র ও শিক্ষকদের বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান, মেধার বিকাশে নানারূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সহায়ক নীতিমালা ও

পরিবেশ তৈরি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১,৫৩৩টি কলেজের ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৮২টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ১১টি স্কুল এবং ৬টি কলেজ এবং সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৭টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ১০টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে এবং বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ৯টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০টি সরকারি কলেজে ২০৮টি ভবন এবং সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পে ২০০টি সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবন ও হোস্টেল নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে ৩১০টি বিদ্যালয়ের ৪তলা ভিতসহ ৩তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উৎকর্ষ নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ৩০০ উপজেলায় ১৫ হাজার মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে ৩৫ লক্ষ বই সরবরাহের মাধ্যমে ৫০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১৫ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার বই সরবরাহ করা হয়েছে।
- মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫,৬১,১১৩ জন কে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য ডিসেমিনেশন অব নিউ কারিকুলাম স্কিমের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির কারিকুলাম বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে ২,৯৮,২৪৬ জন শ্রেণি শিক্ষক, ২৯,৫৬৪ জন প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং ৫৯৭ জন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অষ্টম এবং নবম শ্রেণির কারিকুলাম বিস্তরণে ইতিমধ্যে ১,৫১৭ জন জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক ও ১৬,০৫০ জন উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সারাদেশে ৩,৬৭,৬০৪ জন বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে।
- পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (পিবিজিএসআই) এর আওতায় সারাদেশের মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির) ২০,০০০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাধ্যমিক/সমমান পর্যায়ের ২২,০০০ শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে ১০,০০০ টাকা করে পুরস্কার, উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের ২২,০০০ শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে ২৫,০০০ টাকা করে পুরস্কার, ৪,৪০০ শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার প্রদান এবং সারাদেশের ৩০,০০০ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সচেতনতার জন্য ১০,০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হবে। ফলে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বিশেষত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

- শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৩,২৮৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১১,৩০৭টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও প্রায় ৬৪,৯২৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১২,০০০ ল্যাব

স্থাপন করা হবে।

- আইসিটি বিষয়ে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি কলেজে আইসিটি শিক্ষকের ২৫৫টি পদ সৃষ্টি এবং ৩৮ তম বিসিএসের মাধ্যমে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিটিজেন চার্টারভূক্ত অনলাইনে ১২৭টি সেবা (MyGov) সার্ভিস চালু করা হয়েছে। একসেবা প্লাটফর্মের মাধ্যমে নাগরিক আবেদনসমূহ খুব সহজেই ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রহণ করার ফলে সরকারের সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। ফলে এ সেবাসমূহ অনলাইনে যে কেউ যেকোন স্থান থেকে গ্রহণ করতে পারবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন কার্যক্রম ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এর আওতায় নিয়ে এসেছে। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন dshe.mmcm.gov.bd ড্যাশবোর্ড এর মাধ্যমে মূল্যায়নপূর্বক পরিদর্শন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর জনবল কাঠামো এবং এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এবং ২০২১ জারির ফলে বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে আইসিটি শিক্ষকদের এমপিও প্রদানের বিষয়টি উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও আইসিটি ল্যাব সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফ.এল.টি.সি.-২) প্রকল্পের অধীন বৈদেশিক কর্ম-সংস্থান এবং বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় (ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফ্রেঞ্চ) দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে ৩১টি ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, ভবিষ্যৎ শ্রম বাজারের চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনায় ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতায় ব্লেন্ডেড লার্নিং বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে ব্লেন্ডেড এডুকেশন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে যা আগামী দিনে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে। ব্লেন্ডেড লার্নিং পদ্ধতিতে প্রথাগত শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রমের সাথে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মিডিয়াকে একীভূত করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্লেন্ডেড শিক্ষা মহাপরিকল্পনার আওতায় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে কারিগরি শিক্ষাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচলিত ও গতানুগতিক শিক্ষাধারা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক কর্ম ও বিশ্বের শ্রমশক্তির চাহিদা পূরণ করাই দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ (TVET) উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা-২০২০ প্রণীত হয়েছে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের "গবেষণা নীতিমালা-২০২১" অনুমোদিত হয়েছে, National Technical and Vocational Qualifications Framework (NTVQF) বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের "প্রকাশনা নীতিমালা-২০২৩" অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ১১,১১৮টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি প্রতিষ্ঠান ২১১টি। সরকার এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কারিগরি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (NTVQF) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করতে এবং দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে TVET শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। দেশে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৫টি টিএসসিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৫ হতে আরও ৬টি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা

হবে। ৪টি বিভাগীয় শহরে (সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর) ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন, ৪টি বিভাগে (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর) ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন এবং ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

সরকার এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাদ্রাসা শিক্ষায় ভর্তির হার ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৮০০টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণের মধ্যে ১,৫৬৬টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং ৮২৩টি মাদ্রাসার শতভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, "Establishment of Multimedia Classroom in 653 Madrasah"প্রকল্পের আওতায় ৪৯৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) মোট ৮,২৩২টি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০১০ সালে মাদ্রাসা শিক্ষায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৪ লক্ষ জন যা ২০২৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,৫৮,৫০৪ জনে উন্নীত হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে ৫৩৯টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত না, বর্তমানে ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত এক দশকে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬টিতে উন্নীত হয়েছে, এর মধ্যে ৫৩টিতে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৪টি, এর মধ্যে ১০৫টিতে একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে ইউজিসি কর্তৃক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এটি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিশ্বমানে উন্নীত করণের লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম OBE (Outcome Based Education) Curriculum Template প্রণয়ন করে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এছাড়া, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কর্মমুখী বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা আরো জোরদার করেছে। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুণগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কালও বেড়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলো:

সারণি ১২.৫: স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩*
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৮.৯	১৮.৮	১৮.৭	১৮.৫	১৮.৩	১৮.১	১৮.১	১৮.৮	১৯.৮	১৯.৪
	শহর	১৭.২	১৬.৫	১৬.১	১৬.১	১৬.১	১৫.৯	১৫.৩	১৬.৪	১৬.৬	১৭.০
	গ্রাম	১৯.৪	২০.৩	২০.১	২০.৪	২০.১	২০.০	২০.৪	১৯.৫	২০.৮	২০.২
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.২	৫.১	৫.১	৫.১	৫.০	৪.৯	৫.১	৫.৭	৫.৮	৬.১
	শহর	৪.১	৪.৬	৪.২	৪.২	৪.৪	৪.৪	৪.৯	৫.১	৫.৬	৫.২
	গ্রাম	৫.৬	৫.৫	৫.৭	৫.৭	৫.৪	৫.৪	৫.২	৬.২	৬.০	৬.৪
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৪.৯	২৫.৩	২৫.২	২৫.১	২৫.৫	২৫.৩	২৫.২	২৫.৩	২৫.৩	২৫.৪
	নারী	১৮.৩	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৯	১৮.৯	১৯.১	১৯.১	১৮.৮	১৮.৮
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৭০.৭	৭০.৯	৭১.৬	৭২	৭২.৩	৭২.৬	৭২.৮	৭২.৩	৭২.৪	৭২.৩
	পুরুষ	৬৯.১	৬৯.৪	৭০.৩	৭০.৬	৭০.৮	৭১.১	৭১.২	৭০.৬	৭০.৮	৭০.৮
	মহিলা	৭১.৬	৭২.০	৭২.৯	৭৩.৩	৭৩.৮	৭৪.২	৭৪.৫	৭৪.১	৭৪.২	৭৩.৮
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩০	২৯	২৮	২৪	২২	২১	২১	২২	২৪	২৭
	শহর	২৬	২৮	২৮	২২	২১	২০	২০	২১	২৪	২৪
	গ্রাম	৩১	২৯	২৮	২৫	২২	২২	২১	২২	২৪	২৮
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩৮	৩৬	৩৫	৩১	২৯	২৮	২৮	২৮	৩১	৩৩
	শহর	৩০	৩২	৩২	২৭	২৭	২৬	২৬	২৬	২৮	৩০
	গ্রাম	৪০	৩৯	৩৬	৩৩	৩১	২৯	২৮	২৯	৩২	৩৪
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি লাখ জীবিত জন্ম শিশু)	জাতীয়	১৯৭	১৯৩	১৮১	১৭২	১৬৯	১৬৫	১৬৩	১৬৮	১৫৩	১৩৬
	শহর	১৪৬	১৮২	১৬২	১৫৭	১৩২	১২৩	১৩৮	১৪০	১৩৫	৫৬.
	গ্রাম	২১১	১৯৬	১৯১	১৮২	১৯৩	১৯১	১৭৮	১৭৬	১৫৭	১৫৭
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (শতাংশ)		৬২.৪	৬২.২	৬২.১	৬২.৫	৬৩.১	৬৩.৪	৬৩.৯	৬৫.৬	৬৩.৩	৬২.১
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১১	২.১১	২.১০	২.০৫	২.০৫	২.০৪	২.০৪	২.০৫	২.২০	২.১৭

উৎস: Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2023.

কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

কমিউনিটি ক্লিনিক বর্তমান সরকারের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং এটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদেয় উল্লেখযোগ্য সেবার মধ্যে রয়েছে মাতৃস্বাস্থ্য সেবা; নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা; প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা; সীমিত নিরাময় সেবা; স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কাউন্সেলিং; পুষ্টি সেবা ও অনুপুষ্টি সরবরাহ; জরুরি ও জটিল রোগীদের উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফারেল; প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী থাকা সাপেক্ষে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনা; অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ প্রাথমিকভাবে সনাক্তকরণ ও রেফারেল ইত্যাদি। ৩ ধরনের পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী, ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপের ঔষধসহ কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ২৭ প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। প্রতি বছর প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে প্রায় ১.৫৫ লক্ষ টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়। ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক হতে ১২৪ কোটির অধিক ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ সেবা গ্রহণ করেছেন এবং এর মধ্যে ১ কোটির অধিক জরুরি ও জটিল রোগীকে উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ১৪,২৭৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক 'কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি)' নিয়োগপূর্বক তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পর্যাপ্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ প্রতিরোধ করে শিশুদের বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য সরকার ইপিআই কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় ১১টি মারাত্মক সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে নারীদের জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী অত্যন্ত কার্যকর হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস টিকা কর্মসূচিতে সংযোজিত হয়েছে। অক্টোবর ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪ নাগাদ দেশের সকল ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ম-৯ম শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্রীদেরকে ক্যাম্পেইন আকারে এই টিকা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যেই ঢাকা বিভাগে ক্যাম্পেইনের ১ম ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ২০২৫ সালে সরকার ইপিআই কর্মসূচিতে আরও দুটি টিকা তথা টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ও জাপানিজ এনকেফালাইটিস ভ্যাকসিন সংযোজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। DHIS2 রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে পূর্ণ টিকা প্রাপ্ত শিশু হার ৯৯.৩ শতাংশ। বিগত ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইপিআই দেশে পূর্ণ টিকাদান কাভারেজ শতকরা ৮০ ভাগের বেশি হওয়ায় শিশু মৃত্যুর হার বহুলাংশে হ্রাস পায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিশু ও মহিলাদের নিয়মিত টিকা কর্মসূচির আওতায় ৫৯,২৪৯.৩৭ লক্ষ টাকার নিয়মিত টিকা ক্রয় ও সারাদেশ ব্যাপী সরবরাহ করা হয়েছে এবং বৈদেশিক অর্থায়নে ৭৪,২৮৬.৫১ লক্ষ টাকার নিয়মিত টিকা ক্রয় ও সারাদেশ ব্যাপী সরবরাহের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সারণি ১২.৬ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলো:

সারণি ১২.৬: ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (শতাংশ)	ওপিভি-১ (শতাংশ)	ওপিভি-২ (শতাংশ)	ওপিভি-৩(শতাংশ)	পেন্টা-১ (শতাংশ)	পেন্টা-২ (শতাংশ)	পেন্টা-৩ (শতাংশ)	হাম (শতাংশ)	এম আর-১	এম আর-২	সকল টিকা (শতাংশ)
২০১২	৯৯.০	৯৯.০	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯.০	৯৭.৬	৯০.০	৮৮.৫	-	-	৮১.৬
২০১৩	৯৫.০	৯৫.০	৯৪.০	৯২.০	৯১.০	৯৩.০	৯২.০	৮৬.০	-	-	৮১.০
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪.২	৯৪.০	৯১.০	৯৩.০	৯৩.০	৮৬.৬	-	-	৮১.৬
২০১৫	৯৯.২	৯৪.০	৯৪.৭	৯২.৭	৯২.৬	৯৩.৩	৮৬.৬	৮৬.৬	-	-	৮১.৬
২০১৬	৯৯.৫	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৮৭.৫	-	-	৮২.৩
২০১৭	১০১.৩	১০০.১	৯৯.৩	৯৭.৯	১০০.১	৯৯.৯	৯৮.৫	৯৮.৮	৯৭.৭	৮৬.৩	৯৮.৮
২০১৮	১০০.৬	৯৯.৩	৯৯.২	৯৭.৭	৯৮.৭	৯৭.৩	৯৬.৬	৯৭.৬	৯৭.১	৯৫.৩	৯৭.৬
২০১৯	৯৯.৭	৯৯.৭	১০০.৩	৯৩.৩	৯৯.৭	৯৯.২	৯৩.৩	-	৮৮.৭	৮৯.১	৮৩.৯
২০২০	৯৭.৩	৯৫.৯	৯৩.৯	৯২.৬	৯৫.৭	৯৩.৭	৯২.৫	৯১.৪	৯২.৮	৯১.৮	৯২.০
২০২১	১০৩.২	১০২.১	১০১.০	৯৯.৯	১০২.১	১০০.৯	৯৯.৭	৯৯.৭	৯৯.১	৯৭.২	৯৯.৩
২০২২	১০৪.২	১০৩.৩	১০২.৫	১০১.৬	১০২.৮	১০১.৮	১০১	-	১০১	৯৮.২	৯৯.৯
২০২৩	১০৩.৫	১০১.৬	৯৯.৩	৯৮	১০০	৯৭.৬	৯৬	-	১০০.১	৯৮.১	৯৯.৩

উৎস: Bangladesh EPI CES ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, DHIS2 ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা

জাতীয় পর্যায়ে মাতৃস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, নার্স, মিডওয়াইফ এবং অন্যান্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে-এ বেসিক জরুরি প্রসূতি সেবা (ইওসি) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সমন্বিত জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ সকল জেলা হাসপাতাল ও সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ জোরদার করা হয়েছে। ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম বর্তমানে সম্প্রসারিত হয়ে দেশের ৬৪টি উপজেলায় চলমান রয়েছে। বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে আরো ৮ উপজেলায় ডিএসএফ কার্যক্রম সম্প্রাসারণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকারি অর্থায়নে দেশের ১৯টি জেলায় Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ইউনিসেফ এর কারিগরি সহায়তায় ২২টি জেলায়, ইউএনএফপিএ এর কারিগরি সহায়তায় ১৮টি জেলায়, এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এর কারিগরি

সহায়তায় ২টি জেলায় চলমান রয়েছে। MPDSR কার্যক্রমকে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলায় চালু করা হবে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসপি'র আওতায় 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)' শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টিসেবা প্রদান, দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও একটি পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবনপ্রণালি প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো।

তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪১০টি Severe Acute Malnutrition (SAM) ইউনিট এ কার্যক্রম চালু আছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টি রোধ করার জন্য ৪১২টি Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) ও পুষ্টি কর্নার চালু রয়েছে। বস্তি, গ্রামের দুর্গম এলাকা বিশেষত চর-হাওড় এলাকায় জনগণের মাঝে পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)' বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ ও দেশী-বিদেশি বেসরকারি সাহায্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলো:

সারণি ১২.৭: বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০১১ (শতাংশ)	২০১৪ (শতাংশ)	২০১৮ (শতাংশ)	২০২২ (শতাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩ (শতাংশ)	মন্তব্য
স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৩৬.৪	৩২.৬	২২	২২.৩	২৫	চলমান
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	-	৩৬.১	৩১	২৪	২৫	চলমান
কৃশকায় (ওয়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	-	১৪.৩	১৪	১১	<১০	চলমান
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	-	২২.৬**	২২.৬	৬৯	<১৮	চলমান
জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৭.১	৫০.৮	৬৯	৪০	৬০	চলমান
শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৬৪	৫৫.৩	৬৫	৫৪.৮	৬৫	চলমান
গভর্বতী রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-			চলমান
শিশুর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		<১	চলমান
রাতকানা রোগের হার	-	০.২	০.২			চলমান
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবণ ব্যবহারের হার	৮২	-	-		এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৬০	৯২*	৭৯		>৯০	চলমান

উৎস: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

গত এক দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য খাতে আইটি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে এবং অন্যান্য তৃণমূলস্তরের কর্মীদের ইন্টারনেটসহ ল্যাপটপ এবং অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট দেয়া হয়েছে। প্রতিটি গর্ভবর্তী মা এবং অনূর্ধ্ব-৫ শিশু সম্পর্কিত তথ্য তালিকাভুক্তির জন্য প্রোগ্রামগুলি সক্রিয় রয়েছে। সকল নাগরিককে একটি অভিন্ন 'হেলথ্ আইডি সম্বলিত হেলথ্ কার্ড' সরবরাহের মাধ্যমে পোর্টেবল্ ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড তৈরি করা হচ্ছে, যা জাতীয় আইডি কার্ডের ডাটাবেসের সাথে সংযুক্ত। বর্তমানে ৬২টি হাসপাতালে শেয়ার্ড হেলথ্ রেকর্ড চালু করা হয়েছে। DHIS2 সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে দেশের সকল সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রুটিন স্বাস্থ্য সেবার তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য 'স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩' নামে কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল থেকে

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে SMS এর মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ এবং Grievance Redress System (GRS) এর মাধ্যমে অভিযোগ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, ২২৭টি বিভিন্ন স্তরের হাসপাতাল থেকে উন্নত মানের টেলিমেডিসিন পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা

বর্তমানে "হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (HSM)" শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় দেশের ২২টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ১৩টি জেলা সদর হাসপাতালে মোট ৩৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চলমান রয়েছে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রসমূহে অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার সনাক্তকরণ ও সনাক্তকৃত শিশুদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসক, শিশু মনোবিজ্ঞানী ও ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট-এর সমন্বয়ে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে নিরলসভাবে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে ৫০টি জেলার ৫৯টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে অসুস্থ নবজাতকের বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য স্ক্যানু (SCANU) সার্ভিস চালু আছে। এই স্ক্যানুগুলোর উন্নয়নের/ সম্প্রসারণের পাশাপাশি চলতি বছর বাকী ১৪টি জেলায় উক্ত সেবা চালু করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ১২টি জেলায় স্ক্যানুর যন্ত্রপাতি পাঠানো হয়েছে। যন্ত্রগুলোর ইন্সটলেশন এবং কমিশনিং সম্পন্ন হলেই কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে, বাকী ২টি জেলাতেও এই অর্থবছরে স্ক্যানু সেবা চালু করার কাজ সম্পন্ন হবে। এছাড়া, সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিশেষ করে নারীদের সেবাগ্রহণ ও প্রদান অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে জেলা ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হাসপাতালকে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এই পর্যন্ত ২১টি জেলা হাসপাতালকে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি অপারেশনাল প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আরো ১৯টি জেলা হাসপাতালকে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সরকারের নানা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৫৭ শতাংশ, যা বর্তমানে ১.১২ শতাংশ। একই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও বেড়েছে। বর্তমানে ৬৪.০০ শতাংশ দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে। ২০০১ সালে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা বা Total Fertility Rate (TFR) ছিল ৩.০; বর্তমানে এই হার কমে হয়েছে ২.১৭ (উৎস: SVRS-2023)। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় ৫০০টি মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু প্রজনন ও কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে এবং মাতৃস্বাস্থ্য সেবার জন্য ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। নবনির্মিত ১০ শয্যাবিশিষ্ট ১৫৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ১২১টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে সীমিত আকারে সেবা চালু করা হয়েছে। কিশোর মাতৃত্বরোধে এ পর্যন্ত ১,২৫৩টি কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৬.৯৪ লক্ষ কিশোরীকে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৪৫টি জেলার ৩২৩টি উপজেলায় Electronic Management Information System (e-MIS) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইএমআইএস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি মানুষের জনমিতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল Meternal & Child Health Training Institute (MCHTI), Azimpur, Dhaka, Mohammadpur Fertility Services and Training Centre (MFSTC), Mohammadpur, Dhaka এবং Meternal & Child Health Training Institute (MCHTI), Lalkuthi, Mirpur, Dhaka এর সেবা অটোমেশন এর আওতায় আনা হয়েছে এবং সেবা গ্রহীতাদের ই-টিকেটিং, ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসাসেবা (মেডিক্যাল রেকর্ড) ইলেক্ট্রনিক্যালী সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জনগণের দোরগোড়ায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা তথা গর্ভকালীন সেবা, প্রসবসেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা পৌঁছে দিতে পরিবার কল্যাণ সহকারীদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য সরকার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করায় স্বাস্থ্য শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর পর বর্তমানে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, মান সম্মত মেডিকেল শিক্ষা সমুন্নত রাখা, মেডিকেল শিক্ষার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজসমূহে স্নাতক পর্যায়ে যথাক্রমে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্স চালু রয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মেডিকেল শিক্ষাকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৫টি মেডিকেল কলেজ ও ১টি ডেন্টাল কলেজে সিমুলেশন ল্যাব তৈরি করা হয়েছে, ২টি মেডিকেল কলেজে সিমুলেশন ল্যাব স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট মেডিকেল কলেজসমূহে স্থাপন করা হবে। এছাড়া, গবেষণা খাতে বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে মেডিকেল শিক্ষাকে প্রসারিত করার জন্য ৩৭টি মেডিকেল কলেজে আনুপাতিক হারে ১,০৩৫টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিডিএস কারিকুলাম আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে। তাছাড়া, ম্যাটস ও আইএইচটি'র কারিকুলাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে।

নার্সিং সেবা

বর্তমানে দেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রায় ৪১,৯৬১ জন নার্স ও ২,৫৪৮ জন মিডওয়াইফ সরকারি চাকুরিতে কর্মরত আছেন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে অধিকতর গুণগত মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকারি নার্সিং কলেজে ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং কোর্স চলমান আছে এবং নার্স ও মিডওয়াইফগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান ৫টি নার্সিং কলেজে (ঢাকা, খুলনা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও বগুড়া) পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু আছে। আরও ২৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।

২০০৯ সন হতে অদ্যাবধি ৩,৩৭৪৭ জন নার্স নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী দেশের বিদ্যমান জনসংখ্যার স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির চাহিদা মাফিক একটি দেশে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত এবং নার্স ও রোগীর অনুপাত বৃদ্ধি করার কার্যক্রম চলমান আছে। সরকারি পর্যায়ে ১টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউটসহ ২৩টি নতুন নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০ হাজার নার্স ও মিডওয়াইফকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, নার্স টিচারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মহাখালীতে একটি নার্স টিচার ট্রেনিং সেন্টারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। নার্স টিচার ট্রেনিং সেন্টারে পাঠদানের জন্য ২৪ জন নার্স শিক্ষককে কানাডা মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্স শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি ২,৯৯৬টি মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে। অদ্যাবধি ২,৫৫০ মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদেরকে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের সময়োপযোগী নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ ও বিধিমালা-২০১৮, শিশু একাডেমি আইন-২০১৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০২০ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারী উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম:

নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর

সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে:

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প: এ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ মোট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি সেল) স্থাপন করা হয়েছে এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৪টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার হতে মোট ৬৩,৫৭১ জন এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল এর মাধ্যমে মোট ১,৩৩,১৩৭ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে মোট ১৭,৭৬০টি মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা করা হয়েছে যেখানে ৭,৪২৭ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও নির্যাতনের শিকার নারীদের দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকায় ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং ৭টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রম: ভিডব্লিউবি কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম। এই কর্মসূচির আওতায় চলমান ভিডব্লিউবি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সারাদেশে ৪৯৩টি উপজেলার ১০ লক্ষ ৪০ হাজার জন উপকারভোগী মহিলাকে মাসে ৩০ কেজি হারে খাদ্য (চাল) সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং ১৮৯টি উপজেলায় (সরকারের রাজস্ব সহায়তা ১৭০টি এবং WFP এর সহায়তায় ১৯টি) পুষ্টি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, দুঃস্থ ও অসহায় এবং সক্ষম মহিলাদের টেকসই উন্নয়নের জন্য খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তাদেরকে স্বাবলম্বী/আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি: মা ও শিশু সহায়তা কার্যক্রমটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) নির্দেশিত গ্রামীণ এলাকার মাতৃত্বকালীন ভাতা ও শহর এলাকার কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচির সমন্বিত ও MIS ভিত্তিক উন্নত সংস্করণ। নির্বাচিত ভাতাভোগীদের জিটুপি পদ্ধতিতে ৮০০ টাকা হারে ৩৬ মাস ভাতা প্রাপ্ত হন।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল: গ্রামীণ দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা ঘূর্ণায়মান আকারে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় মাথাপিছু ৫,০০০ - ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র: শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুষম খাবার প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুবিধাদি শিশুদেরকে কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মজীবী মায়েদের সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিচালন বাজেটের আওতায় ৪৬টি এবং প্রকল্পের আওতায় ২০টি সহ মোট মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৬৬টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে।

মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর: মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র হিসেবে গাজীপুরে ৩তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবনে হেফাজতী অবস্থানের সুযোগ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ১৮ জন হেফাজতী বিভিন্ন মেয়াদে অবস্থান করেছে। মহিলা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে ৬টি বিভাগীয় শহরে নির্যাতনের শিকার নারীদের অভিযোগ গ্রহণ, পক্ষদ্বয়ের শুনানি গ্রহণ ও পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, সন্তানের ভরণ পোষণ আদায়, দেনমোহরানা ও খোরপোশ আদায়সহ সব ধরনের আইনি সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, ৬টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার আশ্রয়হীন নারীদের ২ সন্তানসহ সাময়িকভাবে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ১১৩ জন মা ও শিশুকে আশ্রয় প্রদান করা হয়েছে।

শিশু উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু উন্নয়নে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

- বর্তমান সরকার দুঃস্থ শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেয়ে শিশুদের জন্য ঢাকার আজিমপুর এবং ছেলে শিশুদের জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে ১টি করে মোট ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৫০ জন দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের খাবার ও বাসস্থান লেখাপড়া, চিকিৎসা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র শিশুদের কল্যাণে ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি উপজেলাসহ মোট ৭১টি কার্যালয়ে ১টি শিশু বিকাশ ও ১টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে শিশু বিকাশ বিষয়ক কার্যক্রমসহ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ

দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, ক্যান্সার, কিডনি এবং লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

পিতৃহীন অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের লালনপালন, তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনসহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য দেশের ৬টি জেলায় ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে পিতামাতার অবাধ্য সন্তানদের সংশোধনকল্পে ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া প্রথমবারের অপরাধী ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জেলখানায় না রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কেসওয়ার্ক, সংশোধন, সামাজিকীকরণ ও অন্যান্য আইনসংগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা এবং ৭টি সিএমএম কোর্টসহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর) সর্বমোট ৭১টি ইউনিটে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষার জন্য 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন' কেন্দ্রসমূহ সমগ্র দেশে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় এবং তাদের পুনর্বাসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। যেমন-সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, দেশের পল্লী/শহর অঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৫টি দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিগুলো হচ্ছে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঋণ কর্মসূচি।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

যুবসমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা, কর্মোপযোগী, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণ

নিশ্চিতকল্পে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ, যুবঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৩৫.৮২ লক্ষ যুবক ও যুবমহিলাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা তৈরির বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৮.৩৫ লক্ষ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের প্রকল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১৮.৪৯ লক্ষ উপকারভোগীকে মূল ও ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হতে ২৪৯৮.৩২ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অদ্যাবধি দেশের ৪৭টি জেলার ১৩৮টি উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও সরকারের কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে। দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে বৃহৎ পরিসরে যুবদের নিয়োজিত করার নিমিত্ত গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্দেশ্যে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন-২০১৮' প্রণীত হয়। এ আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটকে Centre Of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠাকল্পে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। কার্যক্রমের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৬ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স চলমান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে সর্বমোট ৭,০১৯ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ৬ মাস মেয়াদি ৩টি ডিপ্লোমা কোর্সের ৯৭ জন যুব ও যুবনারীকে ডিপ্লোমা ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটে এ পর্যন্ত ৪টি কর্মশালা, ৫টি যুব সমাবেশ, ৫টি যুব বিনিময় ও ২টি গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১টি গবেষণার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠককে আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন' ২০১১ প্রণয়নের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উক্ত ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মোট ১,৬০০ জন অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠককে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ তৈরির লক্ষ্যে শিল্প সংস্কৃতির আলো প্রজ্বলিত করার ব্রত নিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে। বাংলা ভাষায় উচ্চতর পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা এবং উক্ত উদ্দেশ্যে গবেষণা, অনুবাদ গ্রন্থ এবং ভাষা-আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণা ও সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার মাধ্যমে বাংলা একাডেমি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্ম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রচার, প্রসারের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎসর্গ সাধন করার মাধ্যমে কবি নজরুল ইনস্টিটিউট সংস্থাটি নজরুল চেতনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৮ অনুযায়ী ঐতিহাসিক লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ করা এবং কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থাটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন সংস্কৃতি চিহ্নের আবিষ্কারের মাধ্যমে ইতিহাস পুনরুদ্ধার এবং আবিষ্কৃত স্থাপত্যিক কাঠামোর সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের কাজ করে থাকে।

এছাড়া, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত ১২টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, লুসাই, পাংখোয়া, বম, খিয়াং, চাক, খুমী ও গুর্খা) ঐতিহ্যবাহী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐ সকল সংস্কৃতিকে দেশের জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে

৭টি ছোট প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে আগত প্রশিক্ষণার্থীরা ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম

হজ্ব ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধিক প্রয়োগের নিমিত্ত ২০২৩ সালে সকল হজ্বযাত্রীর ডাটাবেজ ম্যানেজসহ নিবন্ধিত হজ্বযাত্রীদেরকে বায়োমেট্রিক ভিসা প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত ১,২২,৫৫৮ জন হজ্বযাত্রী নির্বিঘ্নে হজ্বব্রত সম্পন্ন করেছেন। চলতি ২০২৪ সালে ৮৫,২৫৭ জন হজ্বযাত্রী নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণে বিভিন্ন অনুদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত ৮০,৩৫৪টি মসজিদ ও মাদ্রাসায় ১৯,৯২১.০৩ লক্ষ টাকা ৭,৭৫৪টি ঈদগাহ/কবরস্থান ২,৪৯৩.৫৭ লক্ষ টাকা, ২৩,৯৭৯ জন মুসলিম দুস্থ ব্যক্তিকে ৪,০৯৩.৬০ লক্ষ টাকা, ৩,৩৯৬ জন দুস্থ হিন্দু ব্যক্তিকে ৬৩৫.৮০ লক্ষ টাকা, ১৩,০৮৫ টি হিন্দু মন্দিরে ২,২৮১.৭৫ লক্ষ টাকা, ৯৮৫টি হিন্দু শ্মশানে ৩৮৩.১০ লক্ষ টাকা, ১,৪৩৬টি বৌদ্ধ মন্দির ৪৭৭.৬৩ লক্ষ টাকা, ৩১৯টি বৌদ্ধ শ্মশানের ৮৮.৬৬ লক্ষ টাকা, ৩৪৭টি খ্রিষ্টান গির্জায় ১৩৫.১৭ লক্ষ টাকা এবং ৪০টি সেমিট্রিতে ২১.১৭ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকার পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম' এই ভিশনকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চাসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে । ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ৭৩৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় (এডিপিভুক্ত-১৬টি এবং উন্নয়ন সহায়তার আওতায় ২,১৬১টি স্কিম) সর্বমোট ২,১৭৭টি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত বরাদ্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, তথ্য প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, মিশ্র ফল ও মসলার বাগান সৃজন, ৪,৮০০টি পাড়াকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির (বৃত্তিমূলক কোর্সসহ) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা, পানি সরবরাহ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন কার্য চলমান রয়েছে, যার অগ্রগতি খুবই আশাব্যঞ্জক।

সম্প্রচার কার্যক্রম

সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সরকারের শীর্ষ পর্যায়সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা হয়। দেশব্যাপী বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ১৩টি। এ সমস্ত প্রকল্প/কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষর সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপি গণমাধ্যমসহ যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং এর যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে দেশবাসীকে যুগোপযোগী সঠিক তথ্য ও সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন বিষয়ে অবগত করার জন্য সৃজনশীল ও সুদক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

সংস্কার ও সুশাসন

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন, আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার ও সিটিজেন চার্টার কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন ছাড়াও পদোন্নতি ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়। ২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৪টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ৪২,৩৭৯ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কাজ দমন ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬) চালুর মাধ্যমে সহজে জনসাধারণ দুর্নীতির প্রাত্যহিক অভিযোগসমূহ সরাসরি দুদকে উপস্থাপন করতে পারছে। সম্প্রতি টোল ফ্রি হটলাইনের পাশাপাশি অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্ত আইএসডি নম্বর +৮৮০৯৬১২১০৬১০৬ চালু হয়েছে। দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট প্রতিনিয়ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করছে। জুলাই ২০২৩ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩১৭টি তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি কমিশন প্রণীত দুর্নীতি প্রতিরোধ কর্মকৌশলের আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গণ-সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের সৎ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে দেশের প্রতিটি মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫০৪টি 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এপিএ সম্পাদন, সুশাসন বাস্তবায়নে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রণয়ন, সেবা সহজিকরণ এবং সকল সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System -GRS) পদ্ধতি চালু করেছে। এর ফলে জনগণের নিকট প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সেবার মানোন্নয়নে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।